প্রথম আলো

14 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে উপাচার্যদের মত

সরকারবিরোধীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা মনে করেন, সরকারবিরোধী বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছেন। এর সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থে প্রগতিশীল কিছু শিক্ষকও জড়িত হচ্ছেন।

উপাচার্যদের এমন মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তাঁদের বলেছেন, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে যেকোনোভাবেই হোক সচল রাখতে হবে। তবে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যাতে না হয়, সেজন্য প্রশাসনকে আরও সতর্ক থাকতে হবে।

গতকাল রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির পর এই সভা অনুষ্ঠিত হলো।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে বুয়েটে শিক্ষকদের আন্দোলনকে সরকারবিরোধী শিক্ষকদের ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন কয়েকজন উপাচার্য। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বুয়েট সচল রাখার জন্য উপাচার্যের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্যদের কেউ কেউ বলছেন, জাহাঙ্গীরনগর ও বুয়েটে এমন 'টেস্ট কেস' পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিরোধীরা ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। এগুলোতে সফল হলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করেন তাঁরা। সে ক্ষেত্রে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করেন তাঁরা।

সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বৈঠকের বিষয় অবহিত করেন। এ সময় তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আরও বেশি দায়িত্বশীল ও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এমন কিছু করবেন না, যাতে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়। ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

বুয়েট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কেউ কারও উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করতে পারেন, এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল গঠনে নির্বাচন করা সিনেটের দায়িত্ব বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী, শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এবং ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা উপস্থিত ছিলেন।